যুগান্তর
25 DEC 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ভর্তি কার্যক্রমে অনিশ্চয়তা

রাজনৈতিক ঝড়ের তাণ্ডবে দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এই ঝড় থেকে রেহাই পায়নি উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী থেকে শুরু করে শিশু শিক্ষার্থীরাও। রাজনৈতিক অস্থিরতায় যে শুধু শিক্ষা কার্যক্রমই ব্যাহত হচ্ছে তা-ই নয়— অব্যাহত নাশকতার খবর শুনে শুনে শিশুদের মানসিক বিকাশও ব্যাহত হচ্ছে। একজন শিক্ষার্থী বিশ্বকে নতুন করে জানার অসীম আগ্রহ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এই সময়ে শিক্ষার্থীরা অদম্য উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে উন্মুখ থাকে। কিন্তু অব্যাহত রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার তারিখ বারবার পিছিয়েও পরীক্ষা নিতে পারেনি। অন্তত ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পরীক্ষা নেয়ার কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে। উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের মনে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রতিকারের উপায় কী? যে সময়ে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত থাকার কথা, সে সময় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে প্রাণহীন অবস্থা বিরাজ করছে। এ অবস্থার দ্রুত অবসান না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট আরও তীব্র হবে।

১৮ দলীয় জোটের টানা কর্মসূচির কারণে ইতিমধ্যেই দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। এ অস্থিতিশীল অবস্থার মেয়াদ যত দীর্ঘায়িত হবে, দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তত সংকুচিত হতে থাকবে। এ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে বিপুলসংখ্যক তরুণ উচ্চশিক্ষা পরিহার করে বিদেশে পাড়ি জমাতে উৎসাহী হবে। এতে সাময়িকভাবে দেশে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হলেও পরবর্তী সময়ে দেশে উচ্চশিক্ষিত মেধাবী গবেষকের সংকট দেখা দেবে। বর্তমানে অনেক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী তরুণ গবেষকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দেশের শিক্ষাঙ্গনে দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থা বিরাজ করলে বাংলাদেশী তরুণ গবেষকদের ব্যাপারে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আগ্রহও কমবে। অবরোধের মধ্যেই প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিশু শিক্ষার্থীরা আতঙ্কের মাঝেই পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা দীর্ঘায়িত হলে অর্থনীতিতে মধ্যমেয়াদি সংকট সৃষ্টি হবে। এতে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাসহ অন্যান্য খাতে বরাদ্দ কমতে থাকবে। রফতানি বাণিজ্যে আরও বিপর্যয় নেমে আসবে। বিদ্যমান অচলাবস্থার কারণে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ সব খাতেই চরম অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় সরকার ও বিরোধী জোটের অনমনীয় মনোভাব পরিহার করে দেশ বাঁচানোর [illegible] সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী কর্মসূচি পরিহারে বিরোধী জোটকে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। সবার আগে দেশ— এটা কেবল মুখে [illegible]